দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 28 MAY 2007
পৃষ্ঠা

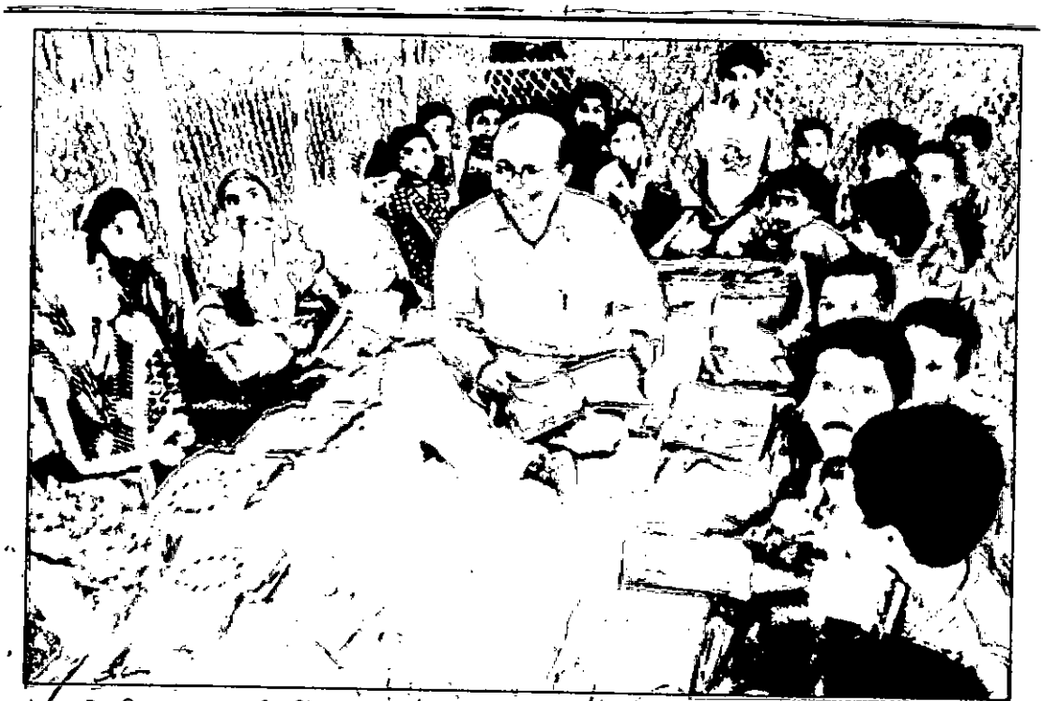

নাঙ্গলকোট (কুমিল্লা): আনন্দ স্কুলের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিশ্ব ব্যাংক কর্মকর্তা ড. মোশাররফ হোসেন —ইত্তেফাক

নাঙ্গলকোটে ঝরে পড়া সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষায় আশার আলো জ্বেলেছে 'আনন্দ স্কুল'

॥ নাঙ্গলকোট সংবাদদাতা ॥

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের রিচিং আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত 'আনন্দ স্কুল' নাঙ্গলকোটের ঝরে সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় আশার আলো জ্বালিয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হলেও নানা কারণে অসংখ্য শিশু ঝরে পড়ে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ঝরে পড়া শিশুদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিয়ে শিক্ষাদানের জন্য আনন্দ স্কুলের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

জানা যায়, রস্ক প্রকল্প কর্তৃক ২০০৫ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত এ উপজেলায় ঝরে পড়া ও সুবিধা বঞ্চিত ৭- থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুদের নিয়ে প্রায় ২৭২টি স্কুল স্থাপিত হয়েছে। এতে প্রায় ৮ সহস্রাধিক দরিদ্র, দিনমজুর ও প্রতিবন্ধী পরিবারের শিশুরা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। শিক্ষা-সুযোগের পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা শিক্ষাভাতা পোশাক ভাতা, শিক্ষাউপকরণ সামগ্রীসহ নানাবিধ সুবিধা ভোগ করছে। প্রকল্প পরিচালনীয় অর্থায়ন করছেন বাংলাদেশ সরকার, বিশ্ব ব্যাংক ও এসডিসি। স্কুলগুলো তদারকি করছেন বিশ্বব্যাংক, রস্ক ইউনিট, এলজিইডি এবং উপজেলা শিক্ষা অফিস, ইএসপি ও ইআরপি সংস্থা।

সরেজমিনে কয়েকটি স্কুল পরিদশন করে দেখা যায়, স্কুলগুলোতে শিশুরা মনযোগ দিয়ে লেখাপড়া করছে। কয়েকজন শিক্ষকের সাথে আলাপ করে জানা যায়, এক সময় এসব শিশুরা স্কুলে যেতো না পড়তো না। বিভিন্ন ধরনের কাজ করে অর্থ উপার্জন করতো। এখন তারা আনন্দ স্কুলে ভর্তি হয়ে নিয়মিত লেখাপড়া করছে।

অভিভাবকরা জানান, শিক্ষার সফলতা সম্পর্কে তাদের তেমন ধারণা ছিল না। আনন্দ স্কুল প্রতিষ্ঠা কালে তাদের শিক্ষা সুফল সম্পর্কে ধারণা দেয়ায় শিক্ষার প্রতি তাদের আগ্রহ বেড়ে গেছে এবং তাদের সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করে লেখাপড়া করাচ্ছেন।